বাংলা বন্‌ধ

সৌরভ মাজি

নমস্কার, বন্ধুগন।

বক্তব্য শুরুর প্রথমেই আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের পার্টির সার্ধশততম বন্‌ধকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার জন্য। ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ এবং অন্যদেরকে অংশগ্রহমে বাধ্য করানোর জন্য আমার কমরেডদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি যে আজ কী বলব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আপনাদের আরও একটা ছুটি দিন উপহার দিতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি জানি ভবিষ্যতে আপনারা এরকম আরও অনেক ছুটি উপভোগ করবেন, আমার পার্টি আপনাদেরকে তা দেবেই।

আপনারা জানেন, বিরোধী শক্তি সবকিছুর মধ্যেই খারাপ জিনিস দেখতে পায়। কিছু অ শুভ শক্তির মদতে তারা বন্‌ধ বানচাল করার চেষ্টা করে। আসলে আমাদের খারাপ জিনিস খোঁজা ছাড়া বিরোধীদের আর কোনও কাজ নেই, তারা সব চোখে ঠুলি পরে থাকে। বন্‌ধ এর ভাল দিক সুন্দর দিকগুলো তাদের চোকেই পড়ে না।

আজকের দিনে আমাদের দেশে প্রধান সমস্যা কি? বলুন, বলুন— হ্যাঁ। মূল্যবৃদ্ধি — আমরা বন্‌ধ করে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করেছি। আপনাদের হয়তো ব্যাপারটা খটকা লাগতে পারে, একটু বুঝিয়ে বলি। বন্‌ধ এর দিন বাজার বন্ধ, পরিবহন স্তব্ধ। কিন্তু মাঠে তরকারির ফলন বন্ধ নেই। যদি বন্‌ধ এর পর দিন বাজার যাওয়া যায় তাহলে দুদিনের বন্ধ তরকারি একসাথে বাজারে ঢুকবে, দুদিন বন্‌ধ হলে তিনদিনের, চারদিন হলে পাঁচদিনের একসাথে! এতো সব্জি একসাথে বাজারে ঢুকলে, কি হবে? বাজারের নিয়মঃ জোগান বেশি আর চাহিদা একই — অর্থাৎ মূল্যপতন, জনসাধারণ সস্তায় সব্জি পাবে। কাজেই এইভাবে মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য আসুন এগিয়ে আসুন, পরের বন্‌ধকে আরও ভালোভাবে সফল করুন।

হ্যাঁ, তবে আপনারা বলতে পারেন যে, বন্‌ধ এর আগের দিন দাম বেড়ে যায়। এসবই বিরোধীদের অপপ্রচার। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি ঠিক করেছে যে বন্‌ধ এর আগের দিন বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেদের বেশি দাম দিয়ে সব্জি কিনতে বাধ্য করা হবে। এর ফলে কি হবে? সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা হবে, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন হবে।

সারা পৃথিবী জুড়ে লোকজন স্থুল হয়ে যাচ্ছে। যার অন্যতম প্রধান কারণ সুখী ও সুন্দর জীবন যাপন, কিন্তু ডাক্তারি মতে স্থুলতা অসুস্থতার লক্ষণ। বন্‌ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মারামারি, গুন্ডামি, ভাঙচুর এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে গোলাগুলি এবং খুনোখুনি। এই সব দেখে মানুষ চিন্তায় পড়ে যাবে, চিন্তায় ঘুম হবে না, ঘুম না হলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, শরীর খারাপ হলে মানুষ রোগা হয়ে যাবে, এই ভাবে পৃথিবীর সব মোটা মানুষ রোগা হয়ে যাবে। তাই শুধু রাজ্যের গণ্ডী জুড়ে থাকলে চলবে না। বন্‌ধকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশ জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে।

বিরোধী শক্তির মদতদারেরা বলছে — বন্‌ধের ফলে আমাদের রাজ্যে নাকি বিনিয়োগকারী আসছে না। আসছেন না এটা তো ভাল খবর, আনন্দের খবর। আমরা চাই না আমাদের দেশ আবার সেই ব্রিটিশ আমলে ফিরে যাক। বন্ধুগণ, এটা মনে রাখবেন অনেকদিন আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিন্তু এই রাজ্যে বিনিয়োগ করতেই এসেছিল, যার ফলশ্রুতি দুশো বছরের পরাধীনতা। সুতরাং বিনিয়োগকারী মানেই তার পিছনে আছে সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত। এ-প্রসঙ্গে আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের একশ তেতাল্লিশতম বনধের দিন একটি ব্রাজিলীয় কোম্পানি থেকে বিনিয়োগ করতে আসা দুই জন কূয়াঙ্গ আধিকারিকের কালো কালো চারটি হাত আমরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছি।

আমাদের মুখপত্র 'ভন্ডভক্তি'-র রিপোর্টে প্রকাশ আমাদের রাজ্যের কারখানাগুলির কর্মক্ষমতা অনেক কম। কিন্তু এর কারণ কী? এর কারণ কি শ্রমিক অদক্ষতা বা যান্ত্রিক ত্রুটি? না বন্ধুগন। এই সবের মূলে একমাত্র কারণ যন্ত্রগুলির অবিরাম সঞ্চালন। যন্ত্র বলে কি এরা মানুষ নয়। এদের কি কোনো ছুটি নেই? বন্ধুগন - ভেবে দেখুন, আপনি যদি দিনের পর দিন বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করতে থাকেন তাহলে আপনার ক্ষমতা কোথায় গিয়ে ঠেকবে। তাই বন্‌ধ মানে এই যন্ত্রগুলিরও ছুটির দিন, যন্ত্র ছুটি পেলে তারপর থেকে ভাল চলবে, সামগ্রিকভাবে কর্মদক্ষতা বাড়বে।

শহরে জনসংখ্যা ক্রমশ বেশি হচ্ছে। দিনে দিনে ফাঁকা জায়গা কমে আসছে, আর রাস্তাঘাট বেড়ে যাচ্ছে, কচিকাঁচা কমরেডদের খেলার জায়গা নেই। বন্‌ধের দিন এরা অঢেল জায়গা পেয়ে যায় সুনসান সড়কে খেলার জন্য।

গ্লোবল ওয়ার্মিং আজ একটি জ্বলন্ত সমস্যা। যার জন্য অনেকাংশেই দায়ী কারখানা আর গাড়ির ধোঁয়া। নিয়ম করে বন্‌ধ পালন করলে গাড়ি চলবে না, কলকারখানাও বন্ধ থাকবে। পৃথিবীর উষ্ণায়নের হাও কমে যাবে, দূষণও কমবে। লোকজন প্রাণ ভরে শ্বাস নিতে পারবে।

জনসংখ্যা তো দিন দিন বাড়ছেই। অ্যাতো পরিকল্পনা করেও তো কিছুই কেই আটকাতে পারছে না। তাই আমাদের পার্টির পরবর্তী কর্মসূচী —ডাক্তারদের বছরব্যাপী ধর্মঘট। এতে লোকজন অসুস্থ হবে, চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাবে। জনসংখ্যাও কমবে।

সবশেষে জানাই, আমরা বন্‌ধকে সবার মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি রাখছি। আমাদের দাবি মানা না হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন ও ব্যাপক বন্‌ধের পথে এগিয়ে যাব।

আপনাদের আশীর্বাদ আর ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

বলুন

আসছে মাসে ...আবার হবে (সমবেত)

বন্‌ধ পুজো ... করতে হবে (সমবেত)

বন্‌ধ বাবা কী ... জয়! (সমবেত)।।